প্রেস রিলিজ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল-প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী এর আওতায় ১৫ মে, ২০১৭ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ এর সভাপতিত্বে ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতরকণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন সুপারসপ সমূহ যথা আগোরা, প্রিন্স বাজার, স্বপ্ন, নন্দন, ফসল, ঢালী, ফ্যামিলী নীডস, মীনা বাজার, জি মার্ট, কৃষিবিদ বাজার, কেয়ার ফ্যামেলী, ডেইলী সুপারশপ, ল্যাভেন্ডার, ডাইরেক্ট ফ্রেশ, আজমিরী বাজার সুপারশপসহ বিভিন্ন সুপারশপের প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ সুপারশপ ওনার্স এসোসিয়েশন এর সেক্রেটারী জেনারেল ও অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখাসহ উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়নের স্বার্থে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ব্যাপক ভাবে শাক-সব্জী উৎপাদিত হলেও উপযুক্ত মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাবে প্রতিবছর উৎপাদিত ফসলের একটি বৃহৎ অংশ অপচয়সহ দেশের অর্থনীতির ক্ষতি সাধিত হচ্ছে এবং কৃষক ও ভোক্তা এর সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিশেষ করে শাক-সব্জী ও ফল-মূল প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটজাতকরণের মাধ্যমে বিপণনের উদ্যোগ গ্রহণসহ কার্যক্রমটি আরও আধুনিকায়ন, সম্প্রসারণ ও ব্যাপক ব্রান্ডিং এর মাধ্যমে জনগনের কাছে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে আরও কি কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পরবর্তী কর্মকৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে উপস্থিত সুপারশপ প্রতিনিধিগণকে সভায় আহবান জানানো হয়।

সভায় শাক-সব্জী ও ফল-মূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেটজাতকরণের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করা এবং প্যাকেটজাতকরণের মাধ্যমে শাক-সব্জী ও ফল-মূল অপচয় রোধ করার উদ্দেশ্যে কৃষিপণ্যের প্রসেসিং, প্যাকেজিং সম্ভাবনা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়নকৃত সুবিধা সমূহ, কৃষক বিপণন গ্রুপ এর সাথে সুপারশপ ও অন্যান্য বাজারের লিংকেজ তৈরী করা, প্রক্রিয়াজাতকৃত শাক-সব্জী ও ফল-মূলের মূল্য নির্ধারণ, কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তা বান্ধব বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং বিশেষ করে শাক-সব্জী ও ফল-মূল কেটে প্যাকেটজাত করে "রেডি টু কুক ও রেডি টু ফুড" হিসেবে বিক্রয় করার জন্য বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

আলোচনায় ব্যবসায়ী এবং সুপারশপের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে এতদসংক্রান্ত কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কৃষক পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের প্যাকেজিং পদ্ধতি চালু করা ও মূল্য নির্ধারনের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়।

সভা শেষে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বলেন যে, বহির্বিশ্বের ন্যায় আমাদের দেশেও "রেডি টু কুক ও রেডি টু ফুড" প্রক্রিয়াটির প্রচলন বর্তমানে সময়ের দাবী। তিনি বলে, বর্তমানে রাজধানীসহ বড় বড় জেলা শহরসমূহে ব্যাপক হারে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি কর্মমূখী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের মানুষও ব্যাপক হারে আধুনিক বিপণন ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। পরিবারের কর্মব্যস্ত মানুষের পক্ষে প্রতিদিন বাজার থেকে কৃষিপণ্য ক্রয় ও প্রক্রিয়া করে আহার উপয়োগী করা সম্ভব হয়ে উঠছে না । তাই সকলেই হাতের নাগালের মধ্যে সহজলভ্য ও প্রস্তুতকৃত পণ্য ক্রয়ে বেশী আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে সুপারসপসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তাছাড়া তিনি বলেন প্রক্রিয়াজাতকৃত ও প্যাকেজিংকৃত ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল একদিকে যেমন নিরাপদ ও সময় সাশ্রয়ী, অন্য দিকে শ্রম ও অর্থ সাশ্রয়ী। ফ্রেসকাট শাক-সব্জী ও ফল-মূল সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণপূর্বক বাজারজাতকরণ করা হলে তা একদিকে কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এ ব্যাপারে মহাপরিচালক কৃষক ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণসহ আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা প্রচলনের স্বার্থে ব্যবসায়ী ও সুপারশপের প্রতিনিধিদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের বিক্রিত মোট কৃষিপণ্যের সাথে ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল বিপণনের অনুরোধ জানালে সুপারশপ প্রতিনিধিগণ এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং সকলই ঐক্যমত পোষন করেন।

মোঃ মাহবুব আহমেদ
মহা-পরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর